International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 166-171
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.208

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

জয়দেব হাজরা
গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, ভারত

Received: 18.03.2026; Accepted: 20.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research article explores the comprehensive nature of Humanism in Vivekananda's philosophy. The study highlights that to him, religion is not mere ritualism but the manifestation of divinity through the service of humanity. The discussion is primarily divided into three segments: 1. A shift from the idea of 'helping' to 'serving' others, viewing every individual as a manifestation of the Divine (Nara-Narayana). 2. An analysis of his three-fold model of service – physical (feeding the hungry), intellectual (spreading education), and spiritual (awakening the inherent soul-power). 3. Vivekananda's vision of social progress through female education, asserting that a nation's greatness is measured by its treatment of women. In conclusion, the paper argues that Vivekananda's humanistic philosophy transcends geographical and religious boundaries, offering a universal solution to the crises of the modern world by fostering empathy, equality, and global brotherhood.

Keywords: Swami Vivekananda, Practical Vedanta, Humanism, Shiva Jnane Jiva Seva, Universal Oneness, Women's Education.

ভূমিকা:

সাধারণত ধর্ম এবং মানবতাকে অনেক সময় দুটি ভিন্ন মেরুর বিষয় হিসাবে দেখা হয়। একদিকে থাকে পারলৌকিক মুক্তি এবং অন্যদিকে থাকে ইহলৌকিক কল্যাণ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২) এই দুইয়ের মাঝে এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম মানে মন্দিরে পূজা-আর্চনা নয়, বরং মানুষের পাশে থেকে সেবা করা। অদ্বৈত বেদান্তের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, জগত ও ব্রহ্ম পৃথক কিছু নই। তাই তাঁর বক্তব্যে ফুটে ওঠে, "অজ্ঞান আর কিছুই নয়, শুধু বহুত্বের ধারণা। একত্বের ধারণায় হল জ্ঞান। এই একত্ব মানুষে মানুষে, এই একত্ব নর-নারীতে, এই একত্ব জাতীতে জাতীতে, এই একত্ব উচ্চ-নীচে, এই একত্ব ধনী-দরিদ্রে, এই একত্ব দেবতা-মনুষ্যে, এমনকি ইতর জীবজন্তু সব এক"[১]। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তায় মানবতাবাদের স্বরূপ ও তার প্রায়োগিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করা। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়টিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রথমতঃ মানবতাবাদের সাধারণ ধারণার সাথে বিবেকানন্দের মানবতাবাদের পার্থক্য নিরূপণ করা হবে। দ্বিতীয়তঃ শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্য দিয়ে কিভাবে মানবতাবাদ পরিস্ফূট হচ্ছে তা দেখানো হবে। তৃতীয়তঃ নারী শিক্ষার প্রসার ও নারী জাতীর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কিভাবে তিনি মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন তা আলোচনা করা হবে।

[১] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা- ১৩৫।

মানবতা কোনো নির্দিষ্ট প্রবর্তকের দ্বারা সৃষ্ট কোনো কৃত্রিম মতবাদ নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পরায়নতার এক স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের পিছনে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম থাকলেও, মানবতার আদর্শ মূলত অগণিত সহৃদয় ও মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষের প্রজ্ঞার সম্মিলিত রূপ। মানবতাবাদের সাধারণ ধারণা অনুসারে আমাদের স্বীয় কর্তব্যের অনুরোধে, আমাদের স্বীয় বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী আমরা অন্যদের সাহায্য করি। এখানে 'অন্যদের' এবং 'সাহায্য' শব্দ দুটি নিয়ে স্বামীজীর বিশেষ আপত্তি ছিল। কেননা, আমরা সাহায্য করবো কাকে? প্রত্যেক মানবই তো ঈশ্বরসরূপ। ঈশ্বরকে সাহায্য করবার আমরা কে? আমরা কেবল তাঁকে সেবাই করতে পারি। তাই তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক নর-নারী, প্রত্যেককেই ঈশ্বর-রূপেই দর্শন কর"[২]। আবার আমরা প্রকৃতপক্ষে 'অন্যদের' সাহায্য করি না, বরং সাহায্য করি কেবল নিজেদেরই। কারণ, ঈশ্বরকে সেবা করতে পারলে যেমন ঈশ্বর ধন্য হন না, হই কেবল আমরা নিজেরাই। ঠিক তেমনই মানুষ অর্থাৎ মানুষরূপী ঈশ্বরকে সেবা করতে পারলেও সেব্য ধন্য হন না, হই কেবল আমরাই। জগতের ভালো করার ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, জগতকে সাহায্য করবার জন্যই কেবল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের সাহায্য করবার জন্যই কেবল।

উপরিউক্ত বক্তব্য আরো স্পষ্টতা পায় স্বামীজীর অনন্য এক বাণীর মধ্য দিয়ে—

> "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[৩]

এই বক্তব্যের মর্মাথ হল শিব জ্ঞানে জীব সেবা। স্বামীজী সেবাকে পিরামিডের মত দেখতেন। তিনি মনে করতেন, কেবল অন্ন দিয়েই মানুষের সব সমস্যা মেটে না, মানুষকে পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নত করতে হলে তিনটি স্তরে সেবা প্রয়োজন। ১। শারীরিক সেবা, ২। বৌদ্ধিক সেবা, এবং ৩। আধ্যাত্মিক সেবা। শারীরিক সেবা প্রাথমিক এবং তাৎক্ষণিক স্তর। তিনি বলতেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না"[৪]। মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা, যাতে সে পরবর্তী উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারে। অন্নদান সাময়িক কিন্তু বিদ্যাদান মানুষকে চিরতরে স্বাবলম্বী করে তোলে। কাউকে একবার খাবার দিলে তার একদিনের ক্ষুধা মেটে, কিন্তু তাকে শিক্ষিত করলে সে সারা জীবন নিজের অন্ন সংস্থান নিজেই করতে পারে। তাই তিনি দ্বীতিয় স্তরের মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি জাগ্রত করার কথা বলেছেন, যাতে সে কুসংস্কার ও পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পায়। বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ। সবশেষে তিনি যে তৃতীয় স্তরের কথা বলেছেন সেটি হল শ্রেষ্ঠতম সেবা। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষের সব বৈষয়িক সুখ থাকা সত্ত্বেও সে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। এর কারণ হল সে নিজের ভিতরের অনন্ত শক্তিকে চেনে না। তাই তৃতীয় স্তরের সেবার মাধ্যমে তার নিজের স্বরূপ বা ব্রহ্মত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। তাকে বোঝানো যে সে "অমৃতের পুত্র", সে দুর্বল নয়, সে পাপী নয়, সে অনন্ত শক্তির আধার"। এই বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করলে বেদান্তের এক প্রায়োগিক রূপ খুঁজে পাই।

এই তিন সেবার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অন্ন দানের মধ্য দিয়ে দেহের রক্ষা, বিদ্যাদানের মধ্য দিয়ে মনের বিকাশ এবং জ্ঞানদানের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি হয়। এই তিনের সমন্বয়ই মানবতাবাদের মূল মন্ত্র। স্বামীজী সেবাকে কেবল এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এর সাথে প্রাণদান-এর কথাও বলেছেন অর্থাৎ অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করা। নিজের সমস্ত শক্তি, সময় এবং অবশেষে

---

[২] রমা চৌধুরি, মানবতাবাদ,পৃষ্ঠা- ৩৮ থেকে উদ্ধৃত।

[৩] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১০

[৪] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৩

নিজের জীবনকে অন্যের কল্যাণে বিলিয়ে দেওয়ায় হল প্রকৃত প্রাণদান। প্রাণদান মানে কেবল মৃত্যু নয়, বরং নিজের বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে দরিদ্র, দুস্ত প্রাণের সেবা করা। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীকে অনুসরণ করে বলা যায় যে,— "এই সংসারটি একটি বড় কসাইখানা মাত্র, এখানে আমরা প্রাণ দিব বলিয়া আসিয়াছি, লইব বলিয়া নয়। জগতকে দিতে শেখো, সবটুকু দিয়ে দাও— বিনিময়ে কিছু চেয়ো না" ।

এবার আসি 'শিব জ্ঞানে'। শিব জ্ঞান মানে হল সবকিছুতে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করার বিশেষ প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি। এখানে শিব কোনো ব্যক্তি দেবতা নন, বরং তিনি মঙ্গলময় চৈতন্য। কোনো মানুষের দিকে তাকিয়ে তাঁর বাহ্যিক রূপ, জাতি বা অভাব না দেখে তাঁর ভেতরের ঈশ্বরত্বকে দেখার চোখ অর্জন করাই হল শিব জ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্তের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[৫] (সবকিছুই ব্রহ্ম) এই তত্ত্বকে সহজ সরলভাবে সেবার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। বিবেকানন্দের এ ধরণের মানবতাবাদ গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য। যেখানেই কোনো মানুষ আর্ত, সেখানেই বিবেকানন্দের এই মানবতাবাদ এক আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করে। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে বললে বলতে হয়, ধরুন, রাস্তার ধারে একজন অসুস্থ মানুষ পড়ে আছেন। আপনি যদি তাঁকে এড়িয়ে মন্দিরে গঙ্গা জল দেন, তবে ঈশ্বর খুশি হবেন না। কিন্তু আপনি যদি সেই গঙ্গা জল দিয়ে ঐ অসুস্থ মানুষটির সেবা করেন তবে ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষেই আপনার পূজা গ্রহণ করবেন। স্বামী বিবেকানন্দ সব সময় বলতেন, "হৃদয় এবং মস্তিস্কের লড়াইয়ে সব সময় হৃদয়কে অনুসরণ করার কথা"[৬]। কারণ, হৃদয়ই মানুষকে অন্যের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে।

জীবের কল্যাণের অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনই ছিল বিবেকানন্দের জীবন দর্শনের মর্মবাণী। জীবন দর্শনের এই মর্মবাণী তিনি লাভ করেছিলেন বেদান্ত দর্শনের মাধ্যমে। বেদান্ত দর্শনের মৌলিক তত্ত্বই হল জীবের সাথে ব্রহ্মের অভেদত্ব। জীবের সাথে ব্রহ্মের অভেদত্বের যে চিরন্তন ও সার্বজনীন সত্যটি নিহিত রয়েছে সেটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র বিশ্ব মানব জাতীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেজন্য তিনি নিজের বিষয়ে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি যেমন ভারতের, তেমনই সমগ্র জগতের"[৭]।

স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্রমোচনের প্রধান সূত্র হল মানব সম্পদের সৃজন, সংরক্ষণ ও সম্প্রয়োগ। আর এই বিষয়ে প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষা হল, "মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ"[৮]। মানুষের দেহের অভ্যন্তরেই জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত ভাণ্ডার অব্যক্ত অবস্থায় অন্তর্নিহিত রয়েছে। আমরা আমাদের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে আহরণের মাধ্যমে জ্ঞানকে অর্জন করে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা করি। আর আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত আমাদের মনোজগতে নিহিত মনুষ্যত্ব বোধের বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। স্বামীজীর একটি স্বপ্ন ছিল নারী জাগরণ। সেকারণেই তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এই গুরুত্ব প্রদান করার প্রধান কারণ হল এই যে, নারীদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত ও বিকশিত করতে পারলেই সমগ্র সমাজের বিকাশ সম্ভব। তিনি বলতেন, আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত নারী পুরুষকে সমানভাবে শিক্ষিত করে তোলা, নারী জাতিকে বাদ দিয়ে এককভাবে পুরুষের সমাজে উন্নতি সাধন করতে পারা অসম্ভব। তিনি বলতেন, কোন জাতীর উন্নতির শ্রেষ্ঠ পরিমাপক তার নারী জাতির প্রতি আচরণ। অবিবাহিত ব্যক্তি অর্ধেক অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। পূর্ণ নারীত্বের ভাব পূর্ণ

[৫] ছান্দোগ্য উপনিষদ,৩/১৪/১

[৬] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৭

[৭] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৩

[৮] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৪

স্বাধীনতা।[৯] নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান্তরাল প্রচেষ্টায় উন্নতি সাধন না করলে সমাজের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। যেমন পুরুষ সমাজের অর্ধাঙ্গ, তদনুরূপ নারীও সমাজের অপর অর্ধাঙ্গ। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থাৎ পূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব। স্বামীজী একটি উদাহরণ ব্যবহার করে বলেছেন, পাখির এক ডানা দিয়ে ওড়া যেমন অসম্ভব, তেমনি সমাজের এক অংশকে অর্থাৎ নারীকে অন্ধকারে রেখে অন্য অংশের অর্থাৎ পুরুষের উন্নতি বা প্রকৃত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। স্বামীজী আরও বলেছেন, কোনো জাতির নারীদের প্রতি মনোভাবই সেই জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠীকে নির্দেশ করে। নারীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে তাঁরা নির্ভিক হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে।[১০] স্বামীজীর নারী শিক্ষা কেবল অক্ষর জ্ঞান নয়, এটি হল মানুষের ভিতরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের সাম্য কেবল আধুনিক ধারণা নয়, বরং এটি হাজার বছরের প্রাচীন এক দার্শনিক সত্য। কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যের একটি উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক— "বাগর্থাবিবে সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ"[১১]। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মতো পরমাত্মা শিব ও শক্তি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। জগতের সে পিতা মাতাকে আমি বন্দনা করি। শব্দ এবং তার অর্থ যেমন একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনি জগতের মাতা পার্বতী ও পিতা শিব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তাই শব্দ ছাড়া যেমন অর্থের কোন অস্তিত্ব নেই, আবার অর্থ ছাড়া শব্দ কেবলই ধ্বনি মাত্র, তেমনি শিব (পুরুষ) ও শক্তি (নারী) একে অপরের পরিপূরক। একজন ছাড়া অন্যজন অর্থহীন। জগত পরিচালনায় উভয়েরই প্রয়োজন। জগতের পূর্ণতা কেবল পুরুষ বা কেবল নারীর একক প্রচেষ্টায় আসে না, বরং উভয়ের সম্মিলিত প্রকাশেই তা সার্থক হয়। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ মহাকবি কালিদাসের সেই চিরাচরিত সত্যকেই প্রতিধ্বনিত করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাতিকে আদ্যাশক্তিরূপে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপী এই শক্তি ভারতবর্ষে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান। এই সুপ্ত শক্তিকে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননার ফলে জাতির অধঃপতন ঘটেছে এবং এই শক্তির অপচয় হচ্ছে। তিনি বলেছেন, "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাতি কখনই বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। তোদের জাতের এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা"[১২]। স্বামীজী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন কিভাবে এই আদ্যাশক্তি নারীদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানো যায় এবং কোন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মধ্যে অবস্থিত সুপ্ত 'অহল্যা' শক্তিকে জাগানো যায়। ভারতবর্ষে থাকাকালীন ভারতীয় নারীদের দূরাবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেও নারী সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনাগুলি গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে, সেই দেশের নারীদের চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার পর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারীজাতির সমস্ত প্রকার দুঃখ দুর্দশার মূল শিকড় হল শিক্ষার অভাব। যেখানে শিক্ষার বিস্তার সেখানে জ্ঞানের উন্মেষ। শিক্ষায় পারে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে আলোর দিশা দেখাতে। সাধারণ মানুষ আর নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না ঘটালে এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হবার কোন পথ নেই। ছাত্রছাত্রীদের ধর্মপরায়ণতা ও নীতি পরায়ণতার

[৯] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০১

[১০] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১১

[১১] *রঘুবংশম্*- প্রথম সর্গ প্রথম শ্লোক।

[১২] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫১

শিক্ষার সাথে সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাণ, ইতিহাস, শিল্প ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলিরও শিক্ষা দিতে হবে।

স্বামীজী আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন নারীর আধ্যাত্মিক অধিকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা ও ঐহিক স্বাধীনতা সম্পর্কে পুঁথিগত ধারণা নিয়ে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি আমেরিকান নারীদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সে সময় আমেরিকান মেয়েরা সমাজের উচ্চস্থানে অবস্থিত। তারা ছিল স্বাধীনচেতা, উদার মনোভাবসম্পন্ন এবং কর্মে নিপুণ, যেমন- স্কুল কলেজে যাওয়া, নিজেরাই বাজার করা, অর্থ উপার্জন করা, গরীবদের সেবা করা ইত্যাদি। স্বামীজী ভারতবাসীর মধ্যে যে স্বপ্ন দেখতেন তার প্রতিফলন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমেরিকায় যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কি উন্নতি! স্বামীজী আমেরিকান নারীদের কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসর সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যাস্ত"[১৩] ।

স্বামীজী আমেরিকান মহিলাদের পরোপকার প্রবৃত্তি, অতিথি পরায়ণতা সর্বকর্মে পারদর্শিতা প্রভৃতি দেখে বলেছিলেন, "শত শত বার জন্মগ্রহণ করেও এদের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না"[১৪]। আর নিজের দেশের মহিলাদের কথা বলতে গিয়ে ব্যাথিতভাবে বললেন, "মনু মহারাজ বলিয়াছেন... যেখানে স্ত্রীলোক সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর, এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র"[১৫]। আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়া তো দূরের কথা, পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বাড়ীর বাইরে পা রাখার অনুমতিই নেই। স্বামীজীর মতে নারীর যথার্থ শক্তিকে উন্মোচিত করতে হলে তাকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। আর এই বন্ধন মুক্তির একমাত্র পথ হল তাদের মধ্যে শিক্ষার ভাব সঞ্চার করা অর্থাৎ তাদের শিক্ষিত করে তোলা।

সবশেষে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ-এর জীবনের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা ছিল— সেবা। দরিদ্র, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান সাধনা ও লক্ষ্য। তিনি জাত, শ্রেণি ও লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বমানবের সেবার কথা উচ্চারণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান; অতএব বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবা করা মানেই ঈশ্বরসেবা। এই সেবাভাব মানবতাবোধকে জাগ্রত করে এবং জাতি গঠন ও মানুষ গড়ার মহান কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে তিনি কখনোই শোষণ, অন্যায় বা স্বার্থসাধনকে 'সেবা'- র নামে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। সব মিলিয়ে বলা যায়, বিবেকানন্দের দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল মানবতাবাদ। তিনি চাইতেন— ভারতীয়রা সর্বপ্রথম ভালো মানুষ হয়ে উঠুক; হোক তারা উদার, সহানুভূতিশীল, প্রেমময় এবং মর্যাদা বোধসম্পন্ন। ধর্মকে তিনি কখনোই সংকীর্ণতার হাতিয়ার হিসেবে দেখেননি; বরং মানবিক ও বিশ্বজনীন মূল্যবোধ নির্মাণের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শিকাগোর ভাষণে তাঁর ঐতিহাসিক সাফল্যের মূল কারণ ছিল— তিনি ধর্মকে সংঘাতের পথ থেকে সরিয়ে সংলাপ, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার পথে পরিচালিত করেছিলেন। যদিও কখনো কখনো তিনি হিন্দুধর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তবু তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বজনীন মানবিক বার্তা কখনোই পরিবর্তিত হয়নি। আজকের বিভক্ত ও অস্থির সমাজে— যেখানে ধর্ম ও জাতের নামে মানুষকে মানুষ থেকে

[১৩] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫

[১৪] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫

[১৫] স্বামী বিবেকানন্দের, বানী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- (৩০৪-৩০৫)

বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে— বিবেকানন্দের এই মানবিক দর্শন এক শান্তির বাতাসের মতো প্রবাহিত হয়। এই কারণেই তাঁর জীবনদর্শন ও চিন্তাভাবনা আজকের সময়ে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (২০২২) পঞ্চদশ মুদ্রন। কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। উদ্বোধন।
২. স্বামী গম্ভীরানন্দ। যুগনায়ক বিবেকানন্দ (২০২৩) ৩২ পুনর্মুদ্রন। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৩. দাশগুপ্ত, সান্ত্বনা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন (২০১৪) ৩য় পুনর্মুদ্রন। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৪. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড (২০১৬) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৫. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা ১০ম খণ্ড (২০১৬) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৬. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা ১ খণ্ড (২০২৫) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা। উদ্বোধন কার্যালয়।
৭. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড (২০১৬) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা। উদ্বোধন কার্যালয়।
৮. স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। কর্মযোগ (২০১৬) ৭৩তম পুনর্মুদ্রন কলকাতা। উদ্বোধন কার্যালয়।
৯. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা চতুর্থ খণ্ড (২০২৫) চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১০. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, (১৩৬৯), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১১. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা অষ্টম খণ্ড (২০২৫) চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১২. সেনগুপ্ত, ড. পূর্বা। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, (২০২২) চতুর্থ মুদ্রন কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।
১৩. চৌধুরী, রমা। স্বামীজীর মানবতাবাদ, (২০১৭) কলকাতা, ফটিক জল প্রকাশনী।
১৪. চক্রবর্ত্তী, বসুধা। মানবতাবাদ (১৩৬৭) কলিকাতা-৯, দীপায়ন ।
১৫. বসু অনিল চন্দ্র (সম্পাদিত) রঘুবংশম্ (২০১৯) কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো ।
১৬. স্বামী বিবেকানন্দ। শিক্ষা প্রসঙ্গ। (২০১১) কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১৭. স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতীয় নারী। (২০১০) কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১৮. স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিযোগ, (২০০৫) কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১৯. স্বামী বিবেকানন্দ। জ্ঞানযোগ। (২০০৩) কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
২০. স্বামী বিবেকানন্দ। আমার ভারত তোমার ভারত, রামকৃষ্ণ মঠ। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুর মঠ।
২১. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা ষষ্ঠ খণ্ড (২০২৪) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
২২. স্বামী বিবেকানন্দের। বাণী ও রচনা নবম খণ্ড (২০২৪) চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
২৩. স্বামী বিবেকানন্দের, বাণী ও রচনা পঞ্চম খণ্ড (২০১৬) চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
২৪. দাস, ড. দেবকুমার। সম্পাদনা। রঘুবংশম্। (২০১৬)। কলকাতা, সদেশ।
২৫. সেন, অতুলচন্দ্র। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ, অনু. ও সম্পা. উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)। কলকাত্ হরফ প্রকাশনী, ২০২১।